খনার বচন

* গৃহলক্ষ্মী *

নারীর আচরণ

মানুষ কেন গরীব হয়?

লেখক—শ্রীকানাই লাল বিশ্বাস

প্রকাশক—শ্রীগৌর চন্দ্র রায়
দমদম্, কলিকাতা-৩০

মূল্য ১৫ পয়সা

উলুবেরিয়ার দুই ভাই লজেন্স খেয়ে পরিচয় করুন।

টাউন প্রেস, দমদম্ জংসন কলি-৩০

কবিতা আরম্ভ

কর্ম্ম দোষে দুখী হইয়া ভগবানকে দুখী বানাই
চিন্তা করে দেখ মানুষ কেন গরীব হয় ।
সর্ব্বজীবের আহার ভগবান দিচ্ছে দুনিয়ায়
বৃক্ষ মাঝে থাকে পোকা সেওতো খেতে পায়
দিবানিশি খেটে মানুষ তবু উপবাসী
গাধার ন্যায় খাটে মানুষ কাজের বেলায় দুখী
সত্য মিথ্যা বলি আমি শাস্ত্রে আছে দুনিয়ায় ২
মন দিয়া শোনেন কবিতা হিন্দু মুসলমান
মুসলমানের শাস্ত্র কোরাণ হিন্দুর বেদ পুরাণ
মানিলে হয় পাহাড় তুল্য না মানিলে ভুষি
পাপ পুণ্য দুটি রাস্তা যার যাহা খুশী
সকলের সমান ভগবান ছোট বড় কার নয় । ২
সমান অধিকার ভগবান দিচ্ছেন সকলের
তবু কেন গরীব আমীর দেখি দুনিয়ায়
অপরিস্কার অপবিত্র মানুষের ঘর
পরিস্কার পবিত্র হলে লক্ষ্মীও বাসর
বেদের কথা হিন্দু শাস্ত্রে শিরোধার্য মেনে লয় । ২
লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর বিচার যে সংসারে নাই
দিনে দিনে সে সংসারে নদীর ভাঙ্গন হয়
মানুষ মাত্রেই আচার বিচার এই প্রকার
হিন্দু মুসলিম বলে ইহার নাই অন্য প্রকার
নাম ধর্ম্ম জাতির বিচার কাজের বেলায় ভিন্ন নাও ২
১০ প্রকার মানুষ গরীব হইয়া যায়
বেদ পুরাণ হাদিস কারণ বারে বারে কয়
সময় চিনে কর কাজ তার কৃপা পাবে
অসময় করিলে কার্য্য মিছে ফল হবে
শাস্ত্র মতে বলি আমি স্মরণ রেখ ভাই সবায় ২
ভোর সন্ধ্যায় আর বেলা ঠিক সময়ে
দিনেতে এই তিন প্রহর রাত্রে ও এশারে

CMRN

কাজ কর্ম্ম না করিও চার প্রহরীর কালে
ঝগড়া বিবাদ ছেড়ে থাক পাক পবিত্র হালে
ঐ সময়ে জেন ফেরেস্তা ভ্রমণ করে দুনিয়ায় ; ২
ঐ সময়ে যদি কেহ ঝগড়া বিবাদ করে
সারাদিন নালিশ করে প্রভুর দরবারে
ঐখানে যাইয়া প্রভুর শান্তি মোদের নাই
কবুলও করিয়া গজব দেয় পাঠাইয়া
নানারকম ভাবে অভাব ঐ কারণে দেখা যায় ২
স্বামী স্ত্রী হাসি খুশী থাকে যে সময়
ভগবান তাতে খুশী আর খুশী ফেরেস্তায়
ঐ সংসারে রহমত খোদা দেন পাঠাইয়া
এশার ওয়াক্তে দয় খোদা ফেরেস্তা পৌছাইয়া
ঐ সময় ঘর দরজা পবিত্র থাকা চাই
ঘরের বেড়ায় থুথু কিংবা চুণ না মুছিও
ঘরের চতুস্পার্শে কভু কুৎসিত না রাখিও
সন্ধ্যার কালে ঝাড়ু দিয়া সুগন্ধি করিবে
হিন্দু শাস্ত্রে বলে তবে লক্ষ্মীর আচার হবে
মুসলমানের শাস্ত্রে বলে ফেরেস্তারা খুশী হয় ২
সন্ধ্যার পরে যদি নারী ঘরে ঝাড়ু দেয়
ঝাড়ু খেয়ে সেই ঘরের লক্ষ্মী চলে যায়
ফেরেস্তারা আসে খোদার রহমত নিয়া
কুৎসিত দেখে দূরে থাকে দাঁড়াইয়া ২
চার,পররীর কথা ভাইরে রাখিও স্মরণ করে
এ সময় যদি কেহ গালি দেয় শিশুরে
খোদার দরবারে তাহা কবুল হইয়া যায়
পিতামাতার আগে শিশু মৃত্যুমুখী হয়
পাষাণে আছাড় খেয়ে শেষে কাঁদলে কিবা হয়
খাদ্য খাওয়া ফল দেওয়া কিংবা জল পান
নম্রতা ও বসিয়া থাইলে হয় তাহার সমান ।

যেখানে সেখানে খেলে অপমান হয়
খাদ্যের কৃপা ভগবান উঠাইয়া নেয়
যাত্রাকালে বাধা কিন্তু মেনে চলতে হয়
মস্তকে বাধা কার্য্য সিদ্ধ শাস্ত্রের বচনে কয়
জন্মবারে কর্ম্ম করা উচিত কিন্তু নয়
লক্ষ্মীবারে চুল কাটা মানের হানি হয়
নারীর আচরণ রাখবেন স্মরণ পণ্ডিতমশাই বলে
সংসারেতে দুঃখ কষ্ট মানুষের কেন ঘটে
অহঙ্কার গৌরবের হয় পতনের মূল
কোরাণ ও হাদিসে বলে-আল্লাহ রসুল
কত শত বংশে দেখি বাতি দিবার নাই
বাবার ছিল বাহাদুরী ছেলে ভিক্ষা চাই
শাস্ত্রে মেলে কালে কালে অধিক প্রমাণ পাওয়া যায় ২
সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে
আবার সংসার ধ্বংস হয় রমণীর কারণে
সংসারের কার্য্য পালন যে নারী জানে না
তাহার সংসারে কেহ শান্তি পাইবে না
ঘরের কার্য্য নারীর হাতে শিক্ষা তাহার থাকা চাই
কোকিলেরও ডাকে ভোরে ঘুম ভাঙ্গিবে নারীর
ঘরে ঝারু জলের ছিটা দিবে তাড়াতাড়ি
এ সময়ে যদি নারী থাকে নিদ্রান্তরে
সূর্য্য উঠার পরে যদি ঝারু দেয় ঘরে
লাথি মেরে সেই ঘরের লক্ষ্মী ছেড়ে চলে যায় ২
ঘরে ঝারু দিয়া ঝারু রাখবে অনেক দূরে
ভোর আর সন্ধ্যায় যেন পড়ে না নজরে
ভাঙ্গা হাড়ি থালি কলসী আরও ছেড়া জুতা
ঘরের সামনে যেন থাকে না এ কটা
ভোর সন্ধ্যায় দেখলে উহা বিপদগ্রস্ত হয় ২
দাউ কাঁচি চিরুণী আর খড়ম জুতা
ঘরের চালে গুজে রাখে যদি এই কটা।

সেই ঘরে যত লোক দিনাদারী হইবে
দিবানিশি খেটে কভু শান্তি নাহি পাইবে
যাবে না ঘরের কাছে লক্ষ্মী আর ফেরেস্তারা
নারী লোকের চুল আচড়ায়ে ছিড়া চুল যা হয় ২
গুজে যদি রাখে চালে কিংবা বেড়াতে
দিনে দিনে স্বামী তাহার ব্যাধিগ্রস্থ হবে
আরো যদি কাপড়ের জল চিপে ফেলে পায়
জানিবেন তাহার বংশ নির্জ্জন হয়ে যায়
সন্ধ্যাকালে যদি নারী ঢেকিতে ধান ভানে
ষাট দিনের রোজগার কমে যাবে একদিনে
আর যদি সন্ধ্যাকালে আচড়ায় মাথার চুল
ঝগড়া বিবাদ হইবে সত্য না হইবে ভুল
সন্ধ্যা পূর্ব্ব হইতে নারীর লক্ষ্মী সেজে থাকা চাই ২
পুরুষের ভাগ্য গুণে জনের বৃদ্ধি পায়
নারী লোকের ভাগ্য গুণে ধনের বৃদ্ধি হয়
ঘরে যদি বসে নারী মুখে হাত দিয়ে
আরও যদি দাঁড়ায় নারী পিছে হাত বেধে
ভাগ্য তাহার দূরের কথা বিপদকে টেনে লবে
নারীর আচরণ রেখ স্মরণ পণ্ডিতমশাই বলি
দরজার সম্মুখে যদি নারী ফেলে মুখের কুলি
শিশুর বিছানায় বসে মাতাপিতা খায়
দিনে দিনে ও শিশুর আয়ু কমে যায়
মায়ে যদি ঘুমের শিশু কোলে লয়ে খায়
স্নানাদি করে নারী মুখে জল দিবে
ভাগ্যবতী সেই নারী লক্ষ্মীর সমান হবে
ভিজা কাপড় যদি নারী রৌদ্রে শুকাইতে দেয়
বেলা থাকতে নেয়না ঘরে পেচার দৃষ্টি
চুল ছাড়িয়া পা মেলিয়া বসে নিরালায়
লক্ষ্মী তাই দূরের কথা অলক্ষ্মীতে পায়।

নূতন কাপড় পড়িয়া নারী তাকান মাজার দিকে
মলিন হয় কপালে শশী থায় সে স্বামীকে
অল্প বয়সে স্বামী মরে সেই নারী বিধবা হয় ২
সন্ধ্যায় ও ভোরে আর দুপুরের সময়
বৎসরেতে আরও দুই গ্রহণের সময়
কাটাকুটা করলে নারীর ফল নষ্ট হবে
ফলদারী থাকলে ফলের অঙ্গহানি হবে
ঠোঁট কাটা ন্যাংড়া নোলা ঐ কারণে দেখা পাবে
যেই নারী চাউল ঝাড়ে দক্ষিণ মুখী হইয়া
দক্ষিণ মুখী হইয়া রান্না করে স্বামীর আগে খায় ২
একদিনে ৪০ দিনের রোজগার কমে যায়
দিনে দিনে তাহার স্বামী দেনাদারী হবে
স্বামী কিন্তু বাড়ী নাই খাওয়ার সময় যায়
স্বামীর খাবার রেখে দিয়ে পরে খাইতে হয়
না হয় যদি সংসারেতে থাকে ছেলে মেয়ে
স্বামীর আগে খেতে পারে তাদের খাওয়াইযে ২
দশ পয়সা দাম কবিতার খরিদ করবেন ভাই
খাচিতে করিয়া চাউল ধুইতে যায় পুকুরে
ঘরে নিয়ে যায় জল পিছে পিছে পড়ে
অলক্ষ্মী চলিয়া যায় তাহার পুরীতে
আর যদি খায় কেহ থাকিতে হাড়ীতে
দিন রাত খাটিয়া তবু শূন্য হাতে থাকিতে হয়
খাইতে বসে যে নারী বাজে গল্প করে
জিহ্বা বাড়াইয়া যদি বড় গ্রাস করে
আঙ্গুল বাড়ায়ে যদি মুখে ভাত দেয়
শাস্ত্রে বলে অর্দ্ধেক আয়ু ঐ নারী কমায়
ফলদার থাকিলে তাহার ফল নষ্ট হইয়া যায়
খাওয়া দাওয়া ঘরের কার্য্য থাকে নারীর হাতে
চাঁদ কৃপা কমি বেশী হয় আচারেতে।

রাত্র কালে খাওয়ার পরে ঝুটা কাটা পানি
ঘরের বাহিরে ফেলে দেয় যে রমণী
শাস্ত্রমতে বলে সেদিন রুজির কৃপা কমে যায় ২
প্রভাতে উঠিয়া নারী ঘরে ঝারু দিয়া
ধর্ম কার্য্য করিবে আগে পবিত্র হইয়া
থালা বাটি বাসী কার্য করিবে তারপরে
হাড়ি কড়াই মেজে ঘরে আসবে তারপরে
তারপরে করিলে রান্না সেই রান্নাতে কৃপা হয় ২
ঘরের বেড়ায় শাল কিম্বা ঘরের চালে খড়ে
খাবার খেয়ে ইহা দিয়ে যদি খিলাল করে
দেনাদারী হবে সেই কেতাবের কথা
আরো যদি খাবার খায় পায়ে থাকিতে জুতা
জানিয়া রাখিবেন তাহার ঘর ছাড়া আবর্জ্জনায় ২
ভাঙ্গা কলিকায় তামাক খাইলে অর্থদণ্ড হয়
ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখিলে আয়ু কমে যাবে
ভাঙ্গা হাড়ি ভাঙ্গা গিলাস আর ভাঙ্গা থালে
আয়ু কমে যাবে ইহাতে খাইলে
এই পালন স্ত্রী পুরুষের কম বেশী কারো নয় ২
সর্ব্বদা যে নারী কাঁচা চাউল খায়
তাহার শিশুর জিহ্বায় লালা পড়িবে নিশ্চয়
উনানে থাকিতে যদি উঠাইয়া আরো খায়
অলক্ষ্মী হাসিয়া বলে এ লক্ষ্মী মোর সমান হয় ২
নূতন ঝারু বাধে যে শনিবারের দিনে
আরো যদি উঠান বানায় বুধবারের দিনে
শনির দশা ঘরে তার জানিবে নিশ্চয়
মাথায় বালিস সে যে নারী পায়ে ঠেলিয়া লয় ২
শনির দশা সর্ব্বনাশা খনার বচনে যাই।
পরনে থাকতে যদি কাপড় সেলাই করে
আরো যদি সেলাই করা গামছা দেয় ঘাড়ে

মঙ্গলবারের দিনে কেহ বাঁধে ঘর কিম্বা বেড়া
খনার বচনে বলে সেই লোক কপালপোড়া।
স্বামীর কথা রেখে নারী নিজে বড় হতে চায় ২
বৃহস্পতিবারে যদি খই ভাজিয়া খায়
লক্ষ্মী বলে হায়রে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়
এ দিনে ঘর বাধিলে সে ঘরে আর লক্ষ্মী নাই
কথা কয় আর মাটি খোড়ে পায়ের আঙ্গুল দিয়া
শিশু ছেলে কিম্বা কারো খেতে দেখিয়া
ভাল গাছ ভাল জিনিষ যে লোকে দেখে
নজর খারাপি লোক বলে জেনে রাখবেন তাকে
নারী পুরুষ যে হইবে ইহাতে কোন ভিন্ন নাই ২
নূতন কাপড় পরে যে নারী রবিবারের দিনে
সংসারে কিছু না কিছু পোড়াবে আগুনে
রসুন পেয়াজের খোসা পোড়াতে দেন যিনি
ভাগ্না ভাগ্নী বোনের ছেলে কান পাকালো তিনি
মাসী আর মামীর পালন অধিক প্রমাণ পাবে ২
রমণী হবে ঘরের লক্ষ্মী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী
স্বামীর চরণ সেবাতে স্বর্গ পাইবে রমণী
স্বামীর প্রাণে কোন কারণে দুঃখ যদি দেই
আরো স্বামীর প্রাণের গোপন তত্ত্ব বাহিরে জানাই
নরকের কুটনী হবে কোন কালে শান্তি নাই
এ পর্যন্ত কবিতাটি ইতি দিয়া যাই
দ্বিতীয় খণ্ডেতে আবার জানাব ভাই
পাঠ করবেন শুনাইবেন মা ভগ্নিগণে
দশ পয়সার অধিক মূল্য রত্ন পাইবেন জ্ঞানে
প্রণাম দিলাম বিদায় হলাম ভুলত্রুটি ক্ষমিবে
চিন্তা করে দেখ মানুষ কেন গরীব হবে।